ছায়া

তৈয়েবুর রহমান

ছায়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছায়া

তৈয়েবুর রহমান

ঘাসফুল

www.pathagar.com

ছায়া

তৈয়েবুর রহমান

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ২০১৬

© লেখক

ঘাসফুল

প্রকাশক

মাহ্‌দী আনাম

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ

শামীম আরেফীন

অক্ষর বিন্যাস

ঘাসফুল কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

জননী প্রিন্টার্স

১৯ নং প্রতাপ দাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা

মূল্য : ১০০ টাকা

CHAYA by Tyabur Rahman

Published by Mahdi Anam of Ghasful

11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka

Cover Designed by Shamim Arefin

Price : 100.00 only ISBN : 978-984-92100-4-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাকে কোনোদিনও কিছু দিতে পারিনি
প্রিয় বাবাকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

অপরাধী	০৯	৩০	আমার ছায়া পৃথিবী
শুভেন্দুর ভিটেবদল	১০	৩১	স্বাভাবিক কাব্য
ক্ষমা করো	১২	৩২	ডাক্তারের দিনলিপি– ১
আকাশজোড়া দুঃখ	১৩	৩৩	কচুরীপানা
মিশরীয় রাণী	১৪	৩৪	বিদায় বন্ধু
মাগো, পাল্টে গেছে সব	১৬	৩৫	ফুলার রোড
অরুণাভ	১৭	৩৬	ভবিষ্যতের চিত্রকল্প
মায়াবাড়ি	১৮	৩৭	আঁকড়ে ধরে আছি
দ্বিধা	১৯	৩৮	অপেক্ষার রাত শেষ
উচ্চারণ	২০	৩৯	জনপদে মৃত্যুর ছায়া
আমার পিতার চোখ	২১	৪০	দীর্ঘশ্বাস
মৃত্তিকা	২২	৪১	শ্মশান
বিকেলগুলো	২৩	৪২	দর্শক
পৃষ্ঠার ওপাশে	২৪	৪৩	টুকরো কথা
রাণী	২৫	৪৪	চিত্র
ফিরে এসো	২৬	৪৫	অস্বীকার
স্বাধীনতা	২৭	৪৬	এপার-ওপার
ভুল	২৮	৪৭	অভিব্যক্তি
তোমাকে দেখার অপেক্ষায়	২৯	৪৮	মুক্তি এখন গল্প

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অপরাধী

কতোদিন পরে দেখলাম আবার হঠাৎ
গোশালা বাজার রোডে,
না দেখার ভান করে এগিয়ে গেলে,
হোঁচট খেলে একবার
সামলে নিয়েই তাকালে এদিক ওদিক।

জানো, আমিও চাইনি দেখা হোক, শুধু
তোমার মুখের তিলখানা এখনো আছে কিনা
দেখার জন্য একবার ভুল করে তাকালাম।
সাথের পিচ্চিটা দেখতে হুবহু তোমার মতোই,
শাড়ির কুচিটা দেয়া এখনো শেখোনি তুমি
একটু বয়সের ছাপ চোখেমুখে।

জানো, ভাবিনি কখনো আবার দেখা হবে
সেই যে গিয়েছিলে চোখ মুছতে মুছতে,
আর ফিরলে না।
ভুলেই গিয়েছিলাম পুরোটুকু চেহারা,
মনেই পড়ে না সেই কতোকাল!
অথচ বুঝে গেছি আজ তোমাকে দেখেই
বুকের ক্ষতটা যে মুছে যায়নি, যাবে না
যেনো তাই চিৎকার করে বলে গেলে তুমি
ক্ষমা নেই, তোমার ক্ষমা নেই।

www.pathagar.com

শুভেন্দুর ভিটেবদল

কাল শুভেন্দুরা চলে গেছে।
পুরোনো বাড়ি ফেলে চমৎকার
ঘোড়ার গাড়িতে করে-
পেছনে তাকায়নি একবার।

ও, ওর ভাই আর ছোট বোন সিন্ধু, যাকে
ছোটবেলায় একবার বিষ্ণুদের কবিতায়
অলংকার বোঝাতে গিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলো ঘণ্টাতিনেক
বাবা-মাকে সঙ্গে করে চলে গেলো,
আমাদের ফেলে ঢাকার গলিতে, পুরোনো ঠিকানায়।

তারপর যেনো বহুকাল পর আজ ভোরে
খিড়কি পেরুয়ে ঢুকলাম সেই ঘরে -
লনে হেঁটেছি কতো, কতো হাত ধরে টেনেছি
শাড়ি ধরে চিৎকার করে পিসীর,
যিনি সবার পিসী ছিলেন আমাদের,
মাত্র তেরোতে পরেছিলেন বিধবার শাড়ি।

ধূলোবালিতে ভরা বাথরুমে মগ পড়ে আছে
ভাঙা একখানা, একগোছা চুল জমে আছে।
আর দু'দিন বাদেই ধূলো পড়ে যাবে আমাদের
বুকে, ঝাপসা হবে সবকিছু। কোলকাতায় গেলে
শুভেন্দুর মা হয়তো বলবেন, তোমার নাম
টুটুল না মিতুল যেনো বাবা?
আমি দুঃখিত স্বরে বলবো, আমি তৈয়ব।

সিন্ধুর ঘরে একটা ছোট ছড়ার খাতা
খাতার উপরে লেখা 'বিষ্ণু দেব'।
একটা চিরকুট ছেড়া। চিরকুটে লেখা, তৈয়ব
কাল নবগোপাল... আর পড়া যায় না।
আমি জানি, কোলকাতায় শ' কয়েক
চিঠি লিখলেও আর আসবে না শুভেন্দুর চিরকুট।

www.pathagar.com

বড্ড শক্ত ওদের গেটটা খুলে বাইরে
আসলাম। পা টানতে টানতে বাসায়
এসে মনে হলো, পকেটে চিরকুটটা বড়
ঠোঁকরাচ্ছে এখনও।
আমি ঢাকায়ই রয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

ক্ষমা করো

তোমাকে নিয়ে চাঁদের আলোয় ভিজবার মতো সামর্থ্য আমার নেই
সোডিয়াম বাতির নিচে দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনও হয়তো আমার নেই
তুমি দূর থেকে যে নুপুরের শব্দ ছোঁড়ো, তাই শুনে আমি বেঁচে আছি
আধো হাতে যেই চিঠি লেখো, তাই পড়ে আমি বেঁচে থাকি।

বিশ্বাস করো, আমি ক্ষয় হয়ে গেছি
অস্থির হয়ে গেছি, নিশ্চল হয়ে গেছি
বেশিদিন আর জ্বালাবো না।
চিরদিনের মতো মুখ বুজে হাসবার আগে আমাকে আরো একবার ক্ষমা করো!

www.pathagar.com

আকাশজোড়া দুঃখ

কান্না যদি দেখতে আমার
তোমায় আমি সব দেখাতাম,
হাসির মধ্যে মিথ্যা আমি
তোমায় আমি কী দেখাবো!
বাইরে থেকে যেটুক দেখো
সেটুক তো এক ভণ্ডামি,
চোখের ভেতর তাকিয়ে দেখো
আকাশজোড়া দুঃখ আমি।

www.pathagar.com

মিশরীয় রাণী

অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়েছে কেউ যেনো,
আমার দুঃখগুলো ঘোষণা দিয়েছে ফিরে
আসবার; মৌনতী, তুমি জেনো
দুঃখরা আমাকে কাঁদাতে পারেনি,
ঘুরেফিরে এক আকাশের মেয়ে
অনেক যুগের পর এসেছে কাঁদাতে।

আঁধারের চোখগুলো খামচে ধরেছে
হৃদয়ের চলাফেরা, যেনো আলোতে এসে
বহুদিন আগেকার পুরাতন মিশরের
সবটুকু রূপ ঘেরাও করেছে
বেসুরো আমাদের ঘোরাঘুরি- সেইসব
রাস্তায় আর কুঞ্চিত মনের ভেতর।

আমাকে সমস্ত রাতের আড়ে শুনিয়েছে
তার মৃত ঠোঁট এক প্রেমের কাহিনী,
না দেখেই তার শরীর তার একটি
নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত বছর স্বর্গের
রাত হয়ে গেছে, নিত্য সব রঙ শীতের
রাতের, সবুজ বিছানা ফেলেছে নীলের চাদর।

নীল এক সাগরের তলে অসংখ্য রূপার
পানপাত্র হাতে সবুজ শাড়ির আড়ে
খুলে ফেলে শরীরের সমস্ত বাঁকানো আঁচল
দুঃখের রাত্রি রচেছে; অনেক কাছেই পেয়ে
মিশরীয় রাণীর শরীর- সবুজ আবরণে
দুঃখ হয় কেনো সত্যিকার সে হলো না আমার,
হাজার বছর ধরে দেখলাম না তারে।

এতোকাল যেমন ছিলাম আড়ালে তোমার
মুখ ধরে, সত্যিকার এক রাণী এসে আজ
দেখিয়ে গেছে বহু আগেকার রূপ মিশরীয়

www.pathagar.com

প্রাসাদের; আমার কামুক বুক কেঁদে ফেলেছে
কেনো ছিলাম না সেখানে; মিশরীয় রাণী, এক
নিঃশ্বাস তুমি ছাড়ো, মৃত দেহের আড়ে
তোমার প্লাবন দেখি– একটিবার তুমি নাচো
খুলে সমস্ত তোমার গোপন, না থাকার
যত সুখ, একা তোমার আড়ালে আমি হই নিশ্চুপ।

কে যে জ্বালিয়ে দিলো এই অসংখ্য আলো–
চোখ ধাঁধিয়েই গেলো; আমার দুঃখরা
ফিরে এলো সমস্ত রাত গোপন থেকে আজ
রাতের ভেতর;
বহুদিন পরে এক মিশরীয় মেয়ে
এলোমেলো করে দিয়ে গেলো রূপোজলে!

তবু দুঃখরা আমাকে কাঁদাতে পারেনি
ঘুরেফিরে এক অচিন রাত্রি আমার চারিধারে।

www.pathagar.com

মাগো, পাল্টে গেছে সব

এমন ছিলে না তুমি; মনের ভেতর
আসে না পুরোটা মুখ। থমকে দাঁড়াই
ভাবতে গিয়ে, কেমন ছিলো চোখ দুটো?
করবো কী যে, পাল্টে গেছে সব।

তবু আমিই আসি, দাঁড়াই নদীর পাশে
শুকনো মাটি সন্ধ্যাবেলায় মাড়াই কিছুক্ষণ।

www.pathagar.com

অরুণাভ

ভুল বুঝো নাকো অরুণাভ
মৃতি তোমাকেই ভালোবাসবে,
অনেকটা পথ একা একা হেঁটে একদিন সে
তোমার পথেই ফিরে আসবে।
এতো সোজা নয় অরু চোখ বুজে খেলা
সোজা নয় অরু সব ভুলে যাওয়া,
শেষ না হতেই পথ, সোজা নয় অরু
মুখ ঢেকে ফেলা, চুপ করে থেমে যাওয়া।

বছর বছর ধরে এই পৃথিবীর পথ
যাকে চিনে জেনে ভুল করে গেছে–
একই পৃথিবীর কোনো জীব তাকে
কীভাবে করবে বলো অবহেলা!
হাতটাকে শুধু সামনে বাড়াও তাই
ভুল করে তবু জিতে যাবে তুমি খেলা।

যুগ যুগ ধরে শত জীবনানন্দরা
যাকে করে যেতে পারেনি অস্বীকার,
মৃতির মতোন ঘুরেফিরে এক একুশের মেয়ের
কী ক্ষমতা তাকে ফেরাবার!
হাঁটা পথটাতে থাকা যতোটুকু ধুলো, তারা
তোমাকেই দেখে আজ হাসবে,
তবু কেঁদো নাকো আর অরুণাভ,
মৃতি তোমাকেই ভালোবাসবে।

www.pathagar.com

মায়াবাড়ি

চমকে উঠেই দেখি,
বড় ফুফু ডাকলেন চোখের ইশারায়।
জানাজা সামনে নিয়ে দেরি করবার
মানেই হয় না আর–
আমি পাত্তা না দিয়েই এলাম সরে।
জানাজার কাজ শেষ হতে ভাই বললেন,
তোর বড় ফুফু
বড্ড চিল্লাপাল্লাই বাঁধালেন।

উপরঘরে তার বিছানায় গড়াগড়ি করছেন
তিনি– গিয়ে কাণ্ড দেখে আমি
হতবাক। মরাবাড়ি একী ঝামেলা!
কাণ্ডজ্ঞানতো থাকে মানুষের!
ফুফু নাকে আর চোখে ভেসে যা বললেন–
তার মানে হলো, তোর দাদীর
পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছিলোরে।
খোলা হলো নাতো!

www.pathagar.com

দ্বিধা

মেয়েটাতো ভীষণ বোকা,
একা পথ চলতেই ভাঙা রাস্তায়
তিনবার হোঁচট খেলো, কীভাবে বলি তাকে
বোঝো না? এটাইতো ভালোবাসা।
রিকশায় উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো,
শাড়িটা এতো দ্রুত ঠিক করলো
অথচ সেতো জানতই, ছিলো না কেউ আর
আশেপাশে আমি ছাড়া।
কীভাবে বলি, বোঝো না? এটাইতো ভালোবাসা!
রিকশা চলার সময় হুডটা না তুলেই
কানের ভেতর সে গুঁজে দিলো হেডফোন
অথচ তার মোবাইলে নেই কোনো গান,
আমার অনেক আগের জানা।
কীভাবে বলি তাকে, বোঝো না?
কলেজের সামনে নেমেই ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে
চুলটা ঠিক করার নামে আড়চোখে
তাকালো সে পেছন ঘুরে।
কীভাবে বলি, বোঝো না? এটাইতো ভালোবাসা।

অথচ দিনটা শুরু হয়েছিলো, যখন প্রতিটা দিনের মতোই
মেয়েটা বাড়ির গেট দিয়ে বের হয়ে যাবার সময়
দেখেছিলো আমাকে। বলেছিলো, ভালোবাসি না।
বলেছিলো, বোঝো না? আমি বিবাহিতা।

www.pathagar.com

উচ্চারণ

কী ছিলো না আমার?
ছিলো চিৎকার করা কণ্ঠ, হাতের মুষ্টি
ছিলো রক্তের বিশ্বাস, জীবনের ভক্তি।
কী ছিলো না আমার?
ছিলো ৩০ লক্ষ লাশ পেছনে রাখবার সাহস
ছিলো চোখের আগুন, মরণের শক্তি
ছিলো বারুদের গন্ধে এগুবার তীব্রতা
কবিতার নেশা আর স্বপ্নের বিচরণ।

শুধু আমিই ছিলাম না সেদিন ভীত
চিৎকার করে বলেছিলাম, আমি চাই
আমার লাশের দাফন দেবার অধিকার
আমি চাই রাজপথে কথা বলবার অধিকার
যখন তখন হাত উঁচিয়ে বাবার জন্য
ভাত চাইবার অধিকার।
শুধু আজকের মতো,
আমিই ছিলাম না সেদিন ভীত
আর আমিই ছিলাম না আহত।

www.pathagar.com

আমার পিতার চোখ

মধ্যবয়সে এসে আমাদের গ্রামের পুকুরে
আমার ছায়া দেখে একবার আমার মা
চমকে উঠে বলেছিলেন, তোমার বাবার চোখ না!
আমি ফিক করে হেসে দিয়েছিলাম।
মা বললেন, তোমার বাবাও ঠিক তোমার মতো ছিলেন।

আমার মধ্যবয়সে এসে মা যখন কবরের মাঝখানে
হয়তো আজাবের সাথী নয়ত বেহেশতী নারী,
তখন সেই পিতার কথাই মনে পড়ে।
তিনিও কি ভাবতেন, কেনো আমাদের পথ মঞ্জিল থেকে দূরে?

আমরা অনেকেই সেদিন ছিলাম পিতার সাথে।
নানাবাড়ি বেড়ানোর আনন্দ নেই অন্যবারের মতো।
সেখান থেকে ভারতে। বাবা ফিরে আসলেন, কিন্তু আর
দেখলাম না তাকে; আমাদের স্থান হলো এক
শরণার্থী শিবিরে। আমরাও ফিরলাম; মা ছাড়া
বাবার জন্য আর কেউ কাঁদতেন না। তিরিশ বছর পরে
বাবার চোখ আমার মনে আসে।

আমার ঢাকার নবাবপুর থেকে সদরঘাট যেতে
কেবলি মনে হতে থাকে, পিতা! আপনার কি মনে
হয় না, ভারত থেকে শরনার্থী শিবির এখন ঢাকায়?
প্রতিনিয়তই পিতা আপনার কি মনে হয় না, আমরা পুনরায়
শরণার্থী শিবিরের দিকে হাঁটছি!

www.pathagar.com

মৃত্তিকা

মৃত্তিকা -
বড় বেশিদিন হলো
দু'চোখ তোমার আছো মেলে
এই শহরের গুলি খাওয়া দেয়ালের বুকে;
মাঝখানে যার বহু আলো আর অন্ধকার,
আমার সারাটা গ্রীষ্ম সেখানে শুধু জোনাকির মতো

পথ যেতে যেতে একবার যদি
অবসন্ন হতো তোমার হৃদয়;
শতযুগ আগে ছিলো কোনো রাতে
আমার স্বপ্ন তোমাকে ছোঁবার

দুরাশার জাল বুনি,
শুধু আজ ক্ষণিকের তরে
তোমার জোনাক চোখ যেনো নিভে রয়!

www.pathagar.com

বিকেলগুলো

বিকেল সেতো চোখের পানি চিনবে না
এখন যে সে জেলের গেটে আসবে না,
এটা সেটা বাদাম মুড়ি কিনবে না
ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি হাসবে না।
বিকেল সেতো ছোট নদীর বাঁপাশে
ভুলতে গিয়েও ভোলা তেমন হচ্ছে না,
পাশের মাঠে ধরতে গিয়ে মরা ঘাসে
তোমার উরু, আমার বিকেল সরছে না।

তাইতো বিকেল ঘুম দেবে না, যদি
ছন্দ নাচাই মাঠের ভেতর সভ্য ঘাসে,
কতক হৃদয় চোখ নামাবে বুনো কাশে
দূরের থেকে চুল দোলাবে সাংগু নদী।
বিকেল সেতো বিকট সাধের প্রলাপ,
একটু পাশে তিনটে ঘুঘুর বিলাপ।

www.pathagar.com

পৃষ্ঠার ওপাশে

আমার কবিতার পৃথিবীতে বহুদিন
তোমার মুখের কালো তিল আর
ধূসর ঠোঁটের আনাগোনা,
খাতার পৃষ্ঠা ঘেঁষে একটি সোনালী ফ্রেমে
জ্বলে ওঠে নীল তারা হঠাৎ হঠাৎ।

অপরাধী নই আমি,
অকস্মাৎ
খেয়ালী কবিতার হাত এঁকেছে ধোঁয়ার মিশেল। আর
এখনতো বহু আঁধারের বুকেতেই দেখি লাল পূর্ণিমা।
ফোঁটা ফোঁটা বুঝি কিছু
জোনাকির নেভা চোখে–
অপরূপা মায়াভোর দেয় উঁকি।
যার পেট চিরে আমি একবার ফেলি ভেবে
শুধু এক পৃষ্ঠাই তুমি দূরে -
মৃত্তিকা, অন্যায় হলো নাকি!

www.pathagar.com

রাণী

চোখের পিপাসায় ছোঁড়া অস্থির ঝোল আর
জড়ানো আঙুল নাচে সভ্য আলোক পিরানে,
অভুক্ত খোলকে নাচে বিষের গন্ধ; ঘ্রাণে
চোখ উল্টেই ফিসফাস করে বারংবার।

জানিনা কতোক ছন্দে পুণ্যের জড়ানো শাপ,
নেকাবে ঢাকা অস্থির কাক শূন্যে তাড়িয়ে
ধ্বনির শহরে ওড়ে বিষাক্ত ফণা, বাড়িয়ে
ধরে হাতের অভ্যাস আর জড়িয়ে নেভায় পাপ।

সমস্ত শিকড়ই চক্ষু পুড়িয়ে এর জল
করে দেয়, প্রবীণ রঙের ঈগল
আঁকড়ে ওঠে বিন্দুর মেঘে রূপোলাচলে
পুরোন ঠমক মারে জ্যোতিষীর দল।
গন্দম পবিত্র এক- ছিঁড়তে চায় মনসা
ফিসফিসিয়ে ভেতর তার ঠমকে উঠোনি!
তুমি প্রাচীন শিলালিপির মিশরীয় রাণী।

www.pathagar.com

ফিরে এসো

একটু হোঁচট খেলেই যদি ভেবে নাও রাস্তাটা ভুল
এই ভ্রষ্ট জীবন শেষ করে যখন আবার নামবে
হাঁটার জন্য পথে, আমার দু'টো হাত যদি না থাকে
ভেবো না, সবটুকু দোষ আমার ছিলো
যতটুকু শুধরানোর আমি শুধরে নিয়েছি
যতটুকু মুছে ফেলার আমি মুছেই দিয়েছি,
কোনো একদিন আরো একবার
আমাকে ভুলে থাকবার মিথ্যা প্রয়াস মুছে
স্বীকার করে নাও, ভুল হতেই পারে
দেয়াল, ইট-কাঠ, পাথরের এই শহরে;
আমাকে আরো একবার কষ্ট দেবার আগে
ফিরে এসো মৃত্তিকা, ফিরে এসো।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা

এত্তোগুলো লাশের মধ্য দিয়ে
১৪৪ হাজার বর্গমাইল?
কিন্তু সে তো ছিলোই।
নয়টা দশটা মাসের নষ্ট ছায়ায়
একটা মানচিত্র?
সেও তো ছিলোই।
একটা পতাকা!
সেও তো ছিলো।

আর এত্তোকিছুর পরেও আজ
নিজের ছায়ায় পাই পঁচা লাশের গন্ধ
যেনো হারিয়ে ফেলেছি নিজের কণ্ঠ,
হারিয়ে ফেলেছি নিজের রক্ত
আর নিভিয়ে ফেলেছি চোখের আগুন!

তবুও এত্তোগুলো লাশের মধ্য দিয়ে
একটা শুধু আকাশ!
সে তো ছিলোই।
একটা শুধু পথ!
সেও তো ছিলোই।
একটা শালের চাদর?
সেও তো ছিলো।

জানি, তবু এমন কিছুই রয়ে যাবে
যারা আমার কাছ থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না
যারা আমাকে কখনো হারতে দেবে না।
ত্রিশ লক্ষ লাশ রয়ে যাবে আর
একটা সবুজ মাঠ রয়ে যাবে। তার
পাশে একটা ছোট্ট নদী। তাকে লোকে
কান্নার মাঠ বলে, অশ্রুর নদী।

www.pathagar.com

ভুল

চোখের জলে চিনলে মোরে
রূপের ঘাটেই ভাসতে না
বিকেলবেলা নিজের আবাস
ঝটকে ফেলে আসতে না।

এমনতরো চেনা তোমার
তবেই কেনো হাসলে না
যখন আমার নেবার কথা
আমার কাছে আসলে না।

কথায় তুমি হারতে পারো
ছলায় তুমি প্রেমের রাণী
পথ পিছলে যাবার সময়
কোথায় তোমার ঘুমপাড়ানী?

www.pathagar.com

তোমাকে দেখার অপেক্ষায়

কতোদিন দেখা নেই বন্ধু
কতো বছর মাঝে
কতো শহর, কতো নগর, কতো দীর্ঘশ্বাস...

কিন্তু কেমন করে যেনো
আমিও উতরে গিয়েছি সময়
শেষতক আমিও উতরে গিয়েছি অসময়
আর গড়েই নিয়েছি আমার তোমাকে ছেড়ে
একলা হাঁটার অভ্যাস।

অথচ আজ কখনো কখনো দিনবদলের স্রোত
বিকেলের পলাশীর মোড়
আবার কখনো কখনো ছবিরহাটের ধাক্কা
তোমাকে ভুলিয়ে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ
আমার দরোজার কাছে
টুকটুক কড়া নাড়ে।

কিন্তু তবুও কি জানো?
জানো তুমি?
শেষ পর্যন্ত আমার আরো একটি বছর
শুরু হচ্ছে শুধু আবার তোমাকে আরেকবার
দেখতে পাবার অপেক্ষায়...

www.pathagar.com

আমার ছায়া পৃথিবী

জীবনের চোখ টলটল করে বুঝি
বহুদূরে ক্লান্ত এক মানবীর ডাকে,
পৃথিবীর সমস্ত চোখের আড়ে
একটি চোখের আলোই মিশে থাকে।
মনে হয়, কোনো দূরতম দ্বীপে কারো চিৎকার
চিনেছো কি তাকে?

ছিঁড়ে ফেলে সমস্ত আবরণ চমকে উঠি,
শেষ হয়ে গেলে এই মানবীর ছায়া,
মাথায় চক্কর দিয়ে মৃত শাবকের মতো
একবারে দেখে ফেলি সমস্ত জীবনের পথ।
মাঝে মাঝে ভয় হয়, দূর থেকে মনে হয়
আমারে সে ডাকে।

জীবনের ভুলগুলো আঁকড়ে যে রাখি
একহাত থেকে অন্য হাতের আড়ে,
বিকেলের ধুলোবালি মাথা থেকে ঘাড়ে
নেমে এসে আলগোছে ছুঁয়ে যায় ঠিক,
ঘুম ঘুম নিয়ে ভেবে ফেলি হেসে, পাখিদের দিক
ভুল হয়নি, আমিই হেরেছি শেষে
ফিরবার কালে
জড়িয়েছি হেসে কোন ছায়া পৃথিবীর
মরীচিকা জালে।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক কাব্য

সবগুলো দোষ চাপিয়ে দিলে
মেঘের মাথায় বনের ঘরে,
আকাশতলায়, চাঁদের তিলে
মাঠের পাশে, কবির পরে।
পুরোন ঢাকায় আসলে নাতো
বললে এ দোষ মেঘের নাকি,
নইলে তুমি তিনটা রাতও
আমার সাথে থাকতে রাজি।

মধ্যরাতের দাঁড়িয়ে থাকা
উড়িয়ে দিলে চাঁদের তিলে,
অমাবস্যা রাতের ঢাকা
খুলনাটারে আড়াল দিলে।
দোষের পরে দোষ চাপিয়ে
যখন তুমি হাসলে এসে,
আমি তখন কাব্য শোনাই
মৌনতীদের শরীর ঘেঁষে।

www.pathagar.com

ডাক্তারের দিনলিপি– ১

তুমি আমাকে ফোকলা দাঁতে হাসতে নিষেধ করেছিলে
এরপর টানা দু'বছর হাসি বন্ধ ছিলো আমার
জানো, ঠিক তোমারই মতো একজন এসে গেছে
আমাকে বলেছে, ভুসভুস করে সিগারেট খাওয়া বন্ধ আপনার
এবার বোধহয় জীবনটাই বন্ধ হয়ে যাবে আমার!

ডায়েরীতে লেখা ছিলো
গতরাতে বিষ খেয়ে মর্গে আসা ছেলেটার।

www.pathagar.com

কচুরীপানা

নদীতে পাশাপাশি ছুটে চলা দুইটা কচুরীপানাই বোধহয় আমাদের জীবন
কতোক্ষণ কাছাকাছি একত্রে রবো কে জানে...
হয়তো একটা ঘণ্টা, হয়তো একটা জীবন
হয়তো একটু যাবো দূরে, হয়তো অনেক দূরের পথে...

অথচ পাশ থেকে তুমি কতোবার বলেছো, এদিকে তাকাও
কিন্তু তাকাবো কীভাবে বলো!
আমার যে সামনে দৃষ্টি, ঝড়টা না আসুক
শুধু যতোক্ষণ কাছাকাছি, ভাবি, ঝড়টা না আসুক।

একটু দূরে চলে গেলে কোথায় তুমি আর কোথায় আমি...
কতো কচুরীই পাশ থেকে ভেসে গেছে, জানো?

www.pathagar.com

বিদায় বন্ধু

চলতে থাকা এ পথগুলো নিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকা নূরাণী ইস্কুল,
সোনাডাঙ্গা রোডটা ফেলে দূরে
আমায় দেয়া তোমার যতো ফুল;
তোমার পাশে টুকরো হাসির স্মৃতি
জড়িয়ে থাকা স্বপ্নদিনের গাঁথা,
বয়রা স্কুল, শুক্রবারের ছুটি
নিউমার্কেট দাবিয়ে ফেরা মাথা।
অন্ধকারের সন্ধ্যাগুলো যতো
বুকের ভেতর মধ্যপাড়ার ক্ষত
উড়িয়ে দেয়া বিশ্বরোডের বালি,
হাসতে থাকা রাতের গলাগলি।

সবকিছুতেই আজকে আমি দূর
তুমি এখন অস্বীকারের লেখা,
তোমার জীবন তোমার রবে ঠিক
আর পাবে না তুমি আমার দেখা।

www.pathagar.com

ফুলার রোড

দুই সারি গাছ, মাঝখানে সেই ছোট্ট রাস্তাটা
তোমার নিজের রান্না করা আমার নাস্তাটা
পথের ধারে কাগজ পাতা, বসার জায়গা ধরা
আমি-তুমি-বিকেলটা আর বকুল ফুলের ছড়া
তারই মাঝে হাতটা ধরে প্রেমের পথ ছোটা
দুই সারি গাছ, মাঝখানে যেই ছোট্ট রাস্তাটা

একপাশে এক বিরাট ইটে লেখা তোমার নাম
লালদালানের ইস্কুলটা এইতো পেরুলাম
টাওয়ার ভবন, কাউন্সিলের গেটটা রেখে যেই
রোডের পাশে গন্ধরাজের গাছটা পেরুলেই
রেজিস্টারের বাড়ির ভেতর ফুলের টব দু'টা
দুই সারি গাছ, মাঝখানে সেই ছোট্ট রাস্তাটা

আবাসিকের পথটা গেছে ডানদিকেতে থেমে
একটা জুটি চা খাচ্ছে রোডের উপর নেমে
জানতো কে ওই ভিসির বাড়ির কুত্তাটা রাত জাগে
কী ভয়টা পেয়েছিলাম বিশটা বছর আগে!
ভেলপুরির ওই বিকেলগুলো ভীষণ সস্তাটা
দুই সারি গাছ, মাঝখানে সেই ছোট্ট রাস্তাটা

ওই দেখা যায় মুখটা বুঝি, নড়ছে তোমার ঠোঁট
বুকের মাঝে রয়ে যাবে তোমার ফুলার রোড

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের চিত্রকল্প

পুরোনা গোরস্তানে আমার জন্য নির্দিষ্ট
কবরের মধ্যে শুয়ে আমি একা কালো
অন্ধকারের আত্মার মতো সাদা কাফন
জড়িয়ে অপেক্ষায়; হিংস্র পায়ের ছাপ
পেছনে রেখে পাহারা দেয় অসংখ্য
শিকারী কুকুর। দূরে দলাপাকানো
ক'টা লাশ নড়ে উঠতে চেয়েও
নড়তে না পেরে শব্দ করে গোঁ গোঁ।
আর প্রতিটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়
স্পষ্ট হয়ে, ঠিক যেনো আদিম মানুষের
লাশ নিয়ে অন্ধকারে পাহারায় আছে
গোত্রের কিছু লোক।

www.pathagar.com

আঁকড়ে ধরে আছি

ভুলটা আমার ভীষণ বড়ো,
উদাস দুপুর মুখটা তোমার আলো-
আমার কোলে এলিয়ে মাথা রাখা
মধ্যদুপুর, রোদের সাথে ভেজা
নূরানী ইস্কুল, এমন কিছুই
আমার এখন নেই,
এখন এসব ভুল।

দুই নম্বর রোডের পরে উদাস
হাঁটার ক্ষণ, ক্ষণিক ফিরে
বাড়ির ছাদে তোমার মুখের হাসি,
হাসতে থাকা ভেজা চুলের খেলা
এলোমেলো আমার ফিরে যাওয়া।

নতুন রোডের সুড়কি ফেলা পথ
এখন আমায় আরতো চেনে না,
যতোই চলুক সব
মধ্যরাতে তারার আনাগোনা।

তোমার সাথে আমার যতো রাত
এসব এখন ধাঁধা,
আমার সাথে একলা আছে বাঁধা
আমার ছেঁড়া খাতা,
আমার যতো ভুল।

www.pathagar.com

অপেক্ষার রাত শেষ

ভীষণ শীতের রাত আজ
কোথাও নেই কোনো ঝিঁঝিঁদের ডাক,
নিঃশব্দেই যেনো বুকের ভেতর
ডেকে চলে কোনো এক রূপসী হৃদয়
কেনো জেগে রও!

হয়তো দূরে কোথাও কোনো এক
বস্তির ধারে শতায়ু এক বৃদ্ধা
তার বহুদিন আগেকার স্মৃতি নিয়ে
করে যায় চিৎকার
আমার হৃদয়ে বাজে।

হয়তোবা কলকাতা তিলোত্তমা আজো
ধরে আছে কোনো বস্তির ঘরে
শাড়ি পরে বসা বিধবার মুখ,
চোখে যার ষোড়শী হবার নেশা,
ফিরবার পথ নেই
ঢাকা থেকে দমদম বহুদূর আজ।

হয়তোবা কাশ্মীরী কোনো যুবা রাইফেল কাঁধে
কাটিয়েছে দু'টো রাত,
তার চোখ দূরে কোনো বিড়ালের চোখে
গুনে দেখে রাতের প্রহর
ফিরবার আর বাকি কতো!

বহুদূরে বহুদূরে একা একা কেউ...
আমি বসে আছি আর আমার
চতুর্দিকে ভীষণ শীতের রাত, চোখের ভেতর
হেসে ওঠে আর বলে দিয়ে যায়
তুমি ফিরে যাও যা করেছো ভেবে,
কবিতা যে আড়চোখে তোমাদের পথ চেয়ে।

www.pathagar.com

জনপদে মৃত্যুর ছায়া

এই শহরের জানালাগুলো খোলা,
এমনিতে আর রাত্রি কাঁচের দেয়াল নাকি;
সব দেখা যায় চাঁদের আনাগোনা।
পাপের ঘরের দরজা খোলা শেষ বাড়িটায়
মুখের ভেতর কালো কাপড় গোঁজা
চোখের কোণে ব্যক্ত দুঃখগুলা।

আমরা কতক শুদ্ধ মানুষ ভয়ে
হাসির ছলে কাঁদতে থাকি ভুলে
উল্টে দিয়ে কালের নৃত্যকলা
গুম হয়ে যাই, খুন হয়ে যাই মাসের পরে মাস
উৎকট যন্ত্রণা; বলবে কে যে
স্বাধীন হবো আর কতোকাল বাদে!

www.pathagar.com

দীর্ঘশ্বাস

অশ্রু যদিই চাও, ডাকলে কেনো,
তোমায় যেদিন মায়ের পাশে
দাঁড়িয়ে দিলাম, হাসলে কেনো,
বৃথাই ভালোবাসলে কেনো!

বসতে কেনো আসলে কাছে
ঘাসের উপর আমার পাশে,
কবির খাতায় কবিতাগুলো
অমন করে ভাসালে কেনো,
কবিতাগুলোয় হাসালে কেনো!

অন্য হাতে রাখবে যদি
তোমার মায়া হাতদু'টোকে,
হাঁটবে যদি সামনে দিয়ে
চুল এলিয়ে অন্য বুকে
সেদিন কাছে থাকলে কেনো,
সুখের ছবি আঁকলে কেনো!

মুজগুন্নীর ভুলগুলোকে
অমন করে ঢাকলে কেনো,
দাশপাড়ায় ওই কবিতাগুলোয়
আমার পাশে থাকলে কেনো,
দুপুরটাকে ভুলে গিয়ে
যাবেই যদি পরের ঘরে
এ অপবাদ মাখলে কেনো!

www.pathagar.com

শ্মশান

কতোটা পথ এগিয়ে চলেছে
কতোটা সময় জীবন গিয়েছে
বাতাসে ধূপের গন্ধ পেয়ে
ভেবেছি আমি উৎসব,
ধোঁয়ার উল্লাসে চোখ বুজে দিয়েছি টান।

আজ পিছু ফিরে দেখি
সবই আমার ভুল -
সময় গড়েছে সময়ের কূল
একা আমি পুড়ে পুড়ে
ছড়িয়েছি নিজের লাশেরই ঘ্রাণ।

www.pathagar.com

দর্শক

বছর ছয়েক আগে শ্যামলীতে ছিলো
ইতিকার বাসা। রোজ হেঁটে এসে ফার্মগেটে
আমার বাসায় চা খেতো আর শোনাতো
অদ্ভুত সব খবরের গল্প।
'কাল জানেন, পথ দিয়ে হাঁটছি
দেখি আগুন লেগেছে বস্তিতে। অনেক ধোঁয়া
হচ্ছিলো, আর নাকমুখ যাচ্ছিলো আটকে কেমন!'

আমি বললাম, তুমি দেখোতো, সেই ধোঁয়া কী
আমার চায়ের কাপের ধোঁয়া কিনা!
অবাক চোখে তাকিয়েছিলো ইতিকা
কিন্তু,
আজ ছ'বছর পরে এইকথা শুনলে সে
হয়তো আর হতো না অবাক,
আমার মতোন এই বেসুরো কণ্ঠস্বর
আজ সমস্ত আড্ডার কাপে
নিষ্ক্রিয়, নিষ্প্রভ, প্রতিক্রিয়াহীন।

www.pathagar.com

টুকরো কথা

সিগারেট নিয়ে হাতের ভেতর
উল্টে দেখা কবির খাতা,
লাইটপোস্টে দাঁড়িয়ে থাকা
থামের নিচে বলতে তুমি
'ছাড়বে কবে, আমায় ধরে বলো',
মাড়িয়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস
হাত দু'টোকে সামলে নিয়ে
চোখ মুছতে, উড়াল কবি
তোমায় কতো ভালোবাসি জানো?

আজ দুচোখ ভরে হাসতে থাকি,
জলের ওপর জল সাজিয়ে
নিজের চোখে ভাসতে থাকি; দেখো?

www.pathagar.com

চিত্র

এখনও তেমনি রাত; রাত্রির ফাঁকে
চোখ জ্বলে আর থমকে দাঁড়ায় ক'টা ছবি,
এলোমেলো থোকা রঙ
হামাগুড়ি আর নিঃশ্বাসে
জীবন জড়িয়ে নামে।

আমাদের মানসিক
ক'টা দিনের আলোতে চোখ বুজে
তোমাকে দেখি না আর, দেখি না দুপুরে
অথবা রাত্রি -
অথচ রাত্রি নামে; চোখ মেলে থাকি।
তোমার আমার সমস্ত রাত্রি
হামাগুড়ি দেয় যে চোখে, সে চোখ বন্ধ
করেই মুছে দিতে পারি সব
তবু সত্যিই কি মুছে যাবে কিছু?
তুমি অথবা আমি!

www.pathagar.com

অস্বীকার

পারো তুমি পারো,
একার পাশে কয়েকজনায় ফেলতে মুছে
ঢাকার গলি ছাড়ো।
পকেট থেকে ছেঁড়া
খাতার পৃষ্ঠা, যাদের নিয়ে কবিতার সাথে
তোমার ভীষণ আড়ি,
পোড়া রঙের মরিচ খেয়ে ঝাড়ো ঝুলের কালি।

পুরোন ঢাকার পানি
খেয়ে পেটের অসুখ, লবণ পানি খেয়ে
তবু তার চেয়ে সুখ;
সুখের কাঁটা খেয়ে, ভাগো, তুমি ভাগো
বিরান নদীর বালিই ভালো
গুলিস্তানে ভাঙা ডিঙির চেয়ে।

ভুলে যাবার সুযোগটাকে ছাড়বে কেনো, মৃত্তিকে
আজ তাতেই ছাড়ো
ভেজা বুকে যতোজনের বাস, মুছে ফেলে
তোমার বুকের আরো
কিছু ব্যথা, কিছু সুখের ডালি, মুছে ফেলে
তোমার যতো কালি,
উল্টোপথের পরে হাঁটবে ক'দিন তুমি, বুকে তোমার
যশোর রোডের বালি।

সবই মুছে দেবে
আজীবনের সখ, একাই তুমি আঁকড়ে ধরে
রূপসা নদী নেবে।

www.pathagar.com

এপার-ওপার

দুপুরটাকে পকেটে করে
মৃত্তিকা, অনেকটা দূর
হেঁটেছিলাম রেললাইন
গুনতে গুনতে রেলের কাঠ
কাটিয়ে দিলাম কয়েক'শ দিন।
কিল দিয়ে যে বলেছিলে
হারিয়ে যাবে আমার সাথে,
ভেবেছিলাম সেদিন রাতে,
এমন হতো সবক'টা দিন!

এমনি করে কবেই যেনো
পৌঁছে গেলাম দিনাজপুর,
হাতের উপর হাত রেখে
মাড়িয়ে গিয়ে রাতদুপুর।
হারিয়ে গেলে সেখান থেকে
দুই হয়ে দুই জনপদে
সীমারেখা হয়ে মাঝখানে পড়ে
রেলের পাটি, এক শহরে
দুই শহরের হিলি জংশন।

মৃত্তিকা, এখন আমি একা;
তুমি কোথাও হাঁটছো বুঝি
ইউক্যালিপটাস মাথায় নিয়ে
একটা দু'টা ঘাস হাতে!

www.pathagar.com

অভিব্যক্তি

কেনো ছিলে!
যাবার বেলায় আঁড়চোখে
বুকটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে কাঁদছিলে!
এক হাতে আজ বিয়ের ফুল
আমার দেয়া সোনার টিপ
কপালে তোমার, ঠোঁটের পাশে
বৃথাই থুথু জমছিলো।

চললে তুমি, ছেড়েই দিলাম
বাস্তুহারার মাঠটা ছুঁয়ে
তোমার কথা রেখেই দিলাম
তোমায় আমি ভুললাম না।
তোমার চোখে চোখটা রেখে
হিজিবিজি মনের ঘরে
সকাল বিকাল ছবি আঁকা;
ছবিগুলো তুললাম না।

তোমার শুধু একটা কথাই
রাখা উচিত, ভুলবে নাতো,
ঠোঁটের নিচে সেই সাজানো
কালো রঙের তিলটাকে আর
তুলবে নাতো!

www.pathagar.com

মুক্তি এখন গল্প

সেইবার যুদ্ধের বছরে,
রাস্তায় বেরোতাম না বাবার ধমকে।
গেটের সামনে কাউকে দেখলেই বাবা বলতেন,
উসকোখুসকো চুলের ছেলেটা নিশ্চয়ই মুক্তি।
তুই মুক্তি দেখেছিস বাবু! চোখে শুধু আগুন,
নারে! বোধ হয় রক্ত খেয়েছিল ওরা ছোটবেলায়।
ব্যাগের ভেতর রাইফেল নিয়ে যায়। দেখবি একটা
সুন্দর দেশ নিয়ে আসবে। দেশ বুঝিস খোকা?
আমরা কথা বলি না, মুক্তি দেখি।

ওরা রক্ত খেতো কিনা জানিনা। কিন্তু একটা সুন্দর দেশ
আর দেখা হয়ে ওঠেনি; যুদ্ধের বছরেই বাবা মারা গেলেন।
আমরাও কিছুই দেখলাম না আর
মুক্তি এখন গল্প।
দুঃখিত পিতা আমি আপনার কাছে,
রাইফেল দিয়ে আনা দেশ দেখবার চোখ
হয়তোবা ছিলোই না আমাদের
আমরা তো রক্ত খাইনি বাবা!

www.pathagar.com